Complaint No. 6490

Date: 23.03.2017

Re: Complaint of Dhiraj Sengupta of A.P.D.R., 18, Madan Baral Lane, Kol-12.

The complainant who is the office bearer of an N.G.O. has filed a complaint on the basis of a newspaper complaint where it has been published that female student leaders had been subjected to search by removing their clothes. This is a gross violation of human rights.

Submitted

The complt relates to the incident as reported in
Ananda Bazar Patrika dated 17th March 2017. The Commission
was inclined to take cognizance but did not do so
considering that Smt Sunanda Mukhopadhyay, Chairperson
of Commission for Women had already intervened in the
matter. Thereafter the present complt was recd on ~~23rd~~ 20th
March 2017. 2 more complts were recd on 17th and 21st
March respectively which have been registered as complt No
6473 and 6541. The complt bearing No 6473 has been
made by one of the victims.

We cannot however enquire into the matter
under Section 36 of the Protection of Human Rights Act 1993
because NHRC is in seisin of the matter as would
appear from the news item published by Ananda Bazar Patrika
on 28th March 2017, a copy whereof may be kept in the
record. The complts No 6473, 6490 and 6541 are thus
dropped. Let Reg. [illegible] both the order and [illegible] news item of [illegible] 28/3/17

জেলে নগ্ন তল্লাশির অভিযোগ ছাত্র-নেত্রীদের

মধুমিতা দত্ত
অত্রি মিত্র

রাত প্রায় সাড়ে ৮টা। আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে বন্দিদের 'লক-আপ' হয়ে গিয়েছে। জেলের অফিসের শৌচাগারের ঠিক পাশেই 'সার্চিং রুম'-এ তখন দাঁড়িয়ে পাঁচ মহিলা। চার জন সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের কর্মী। অন্য জন এক মহিলা কারারক্ষী। তিনি চার সদ্য-আগত বন্দিকে নির্দেশ দিয়েছেন জামাকাপড় খুলে ফেলার। যা শুনে স্তম্ভিত তাঁরা। কিন্তু কারারক্ষী জানিয়ে দিয়েছেন, হুকুম তামিল করতে হবেই।

গত ১০ মার্চ এ ভাবেই এসএফআইয়ের চার মহিলা কর্মীকে বিবস্ত্র করে তল্লাশির অভিযোগ উঠেছে আলিপুর মহিলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এসএফআইয়ের তরফে রাজ্য মহিলা কমিশনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান সুনন্দা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "অভিযোগ পেয়েছি। এ কথা যদি সত্যি হয়, আমি মর্মাহত। এখন তো শরীরের তল্লাশি করতে নানা প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। এমন আদিম প্রক্রিয়ায় তল্লাশির কী প্রয়োজন!"

কারা দফতরের পদস্থ কর্তারা বা আলিপুর মহিলা জেল কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। কারামন্ত্রী অবনী জোয়ারদার অবশ্য বলেছেন, "একেবারেই ভিত্তিহীন অভিযোগ।" মন্ত্রী উড়িয়ে দিলেও এমন অভিযোগ কিন্তু অস্বীকার করছেন না

■ **ধরপাকড়:** ৯ মার্চ গ্রেফতার হচ্ছেন এসএফআই নেত্রী। ধর্মতলায়। *ফাইল চিত্র*

কারারক্ষীদেরই একাংশ। এক রক্ষীর কথায়, "নতুন এক মহিলা অফিসার আসার পরে এমন তল্লাশি শুরু হয়েছে। এর আগে বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে। ওই অফিসারকে ডিআইজি ধমকও দিয়েছেন।"

টেট-দুর্নীতির প্রতিবাদ মিছিলে ধৃত সিপিএমের ১২৩ জন যুব ও ছাত্র-কর্মীর মধ্যে ৮ জনের জেল হেফাজত হয়েছিল। এর মধ্যেই ছিলেন এসএফআইয়ের চার মহিলা। তাঁদেরই এক জন বৃহস্পতিবার বলেন, "জেলের ভিতরে যাওয়ার আগে বন্ধ ঘরে এক জন মহিলা জেলকর্মী তিন জনের পোশাক খুলে শুধু নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস পরিয়ে রেখে দেহে তল্লাশি করেন। অন্য জন রজঃস্বলা ছিলেন। সেটা জেনে বিশ্রী ইঙ্গিত করে তাঁকে নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস খুলতেও বাধ্য করা হয়।" জেল হেফাজতে ছিলেন এসএফআইয়ের রাজ্য সভানেত্রী মধুজা সেনরায়ও। তাঁর অভিযোগ, "জামিনে ১৪ মার্চ বেরনোর সময়ে বিবস্ত্র করে না হলেও সরবার সামনে অশ্লীল ভাবে তল্লাশি হয়েছে।"

বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "ঘৃণ্য ঘটনার সুবিচার পেতে আইনি পরামর্শ নিচ্ছি।" জামিনে ছাড়া পেয়ে পাল্টা মামলার প্রস্তুতির জন্যই এসএফআই কর্মীরা আগে বাইরে মুখ খোলেননি। দলের পরামর্শে মধুজারা জেলের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করছেন। যা শীঘ্রই প্রকাশ্যে আসবে।